بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, Most Gracious, Ever Merciful

Press Desk

Ahmadiyya Muslim Jamaat

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বুধবার, ২১ অক্টোবর, ২০১৫

আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রধানের হাতে নতুন মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ফ্লোরস্টাট-এ মুবারক মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছে যে, গত ১৮ই অক্টোবর ২০১৫ আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রধান, পঞ্চম খলিফা, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ জার্মান শহরের ফ্লোরস্টাট-এ প্রথম আহমদীয়া মুসলিম মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।.

সম্মানিত হুযূর (আই.) এর নামকরণ করেন মুবারক মসজিদ (আশিসপূর্ণ মসজিদ) ।

Registered Address: 22 Deer Park Road, London, SW19 3TL UK
Tel/Fax: 020 8544 7613 Mob: 077954 90682 Email: press@ahmadiyya.org.uk

জার্মানির জাতীয় পার্লামেন্টের (বুন্দেস্তাগ) সদস্যা বেটিনা মুলার ও ফ্লোরস্টাট-এর মেয়র হারবার্ট উঙ্গার সহ আনুমানিক ১৫০ অতিথি এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত জার্মানির ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ ওয়াগিসহাউসার-এর স্বাগতিক বক্তব্যের মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।

এরপর বিশিষ্ট অতিথিবর্গ আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে অভিনন্দন জানাতে মঞ্চে আসেন।

জাতীয় সংসদ সদস্য বেটিনা মুলার বলেন:

"আহমদী মুসলমানেরা যারা ফ্লোরস্টাট-এ বসবাস করেন তারা দেখিয়েছেন তারা শান্তির সাথে বসবাস ও কাজ করেন। এমনকি আহমদীয়া মুসলিম জামাত স্থানীয় সমাজে একাত্ম হতে ও এর সেবায় নিয়োজিত হতে মহৎ প্রচেষ্টা চালিয়েছে।"

ফ্লোরস্টাট-এর মেয়র হারবার্ট উঙ্গার বলেন:

"সম্মানিত হযরত মির্যা মসরূর আহমদ কে আমাদের শহরে স্বাগত জানাতে পারছি এটা আমার জন্যে আনেক সম্মানের। আজকে তাঁর মেজবান হতে পেরে আমরা আন্তরিকভাবে গর্বিত। আপনাদের স্লোগান "ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয় কারো পরে" প্রমাণ করেছে যে ইসলামে সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থা ও সহিংসতার কোনও স্থান নেই।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) মূল বক্তব্যে বলেন যে, মুসলমানদের দায়িত্ব ছিল আল্লাহতা'আলা ও মানবজাতি উভয়ের অধিকারসমূহ আদায় করা।

এই শিক্ষার উপর ভিত্তি করে, সম্মানিত হুযূর (আই.) বলেন নতুন মসজিদটি কেবলমাত্র এক সৃষ্টিকর্তার উপাসনার স্থানই হবে না, বরং সকল মানবের সেবা ও সুরক্ষার একটি মাধ্যম সাব্যস্ত হবে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আহমদীয়া জামা'তের ইতিহাস এই বিষয়ের সাক্ষ্য বহন করে যে আমাদের কথা, কাজ ও প্রচেষ্টায় কেবলমাত্র মানুষের তরে ভালবাসা, সৌহার্দ্য ও উদারতা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। অনুরূপভাবে ফ্লোরস্টাটের এ মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন হলে এটা কেবল শান্তি, সহনশীলতা ও মানবিকতার স্থান হিসেবেই প্রমাণিত হবে"।

মানব জাতির প্রতি আল্লাহতা'লার ভালবাসা সম্পর্কে বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মহান আল্লাহতা'লা কোন বৈষম্য ছাড়াই তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতিপালন ও দেখাশোনা করেন । ধর্ম অথবা অতীত প্রেক্ষাপট ছাড়াই তিনি সকল মানুষের জীবনোপকরণের যোগান দেন, হোক না তারা মুসলমান, খ্রিস্টান, ইহুদী অথবা

অন্য যেকোন ধর্ম অথবা বিশ্বাসেরই। এমনকি তিনি তাদেরও জীবনোপকরণের যোগান দেন যারা তাঁকে বিশ্বাস করে না। এটা এ জন্য যে, তিনি পরম করুণাময় এবং তাঁর করুণা সমগ্র মনুষ্যজাতিকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, মানবজাতির উচিত মহান আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী নিজের মাঝে ধারণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। তাই একজন মানুষ যে কিনা আল্লাহতে বিশ্বাস রাখে তার দায়িত্ব হল অন্য সকল মানুষের কদর করা ও তাদের চাহিদা পুরণের চেষ্টা করা। যদি এই নীতি অনুসরণ করা হয় তবে আমরা সেসব সমাজ দেখবো যেখানে সকল মানুষ নিরাপত্তা ও সম্প্রীতিতে বাস করে। আমরা সৌহার্দ্য ও মনুষ্যত্ব পরিলক্ষণ করবো। নিশ্চিতভাবে, এগুলো সেই সব মূল্যবোধ যা আমাদের মসজিদসমূহ ধারণ করে, তা পৃথিবীর যে প্রান্তেই তৈরি হোক না কেন।"

স্থানীয় বাসিন্দাদের সহনশীলতা ও মহত্ত্বের প্রশংসা পূর্বক হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যদিও এই শহরের জনসংখ্যা অনেক কম, আমাদের অনুষ্ঠানে অনেক মানুষের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে স্থানীয় লোকেরা খুবই আন্তরিক ও অতিথিপরায়ণ। ইসলাম ও মসজিদসমূহ সম্পর্কিত ব্যাপক ভীতি থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় লোকেরা আহমদী মুসলিমদের ভালবাসায় নিজেরা ভালবেসে সাড়া দিয়েছে এবং সৌহার্দ্যের উত্তরে সৌহার্দ্য দেখিয়েছে। এই আচরণ কেবলই প্রশংসার যোগ্য।"

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মানব সেবার ব্রতের বিষয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের সহযোগিতা করতে চায়। এভাবে উন্নয়নশীল বিশ্বে, বিশেষভাবে আফ্রিকাতে, স্থানীয় লোকদের জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে আমরা স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা সেবা দিচ্ছি।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"আফ্রিকাতে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে যেখানে শিশুদের পানি বহন করার জন্যে অনেক দূর হাঁটতে হয়, তারা পাত্রে অথবা গামলায় করে পানি বহন করে যা কিনা তারা তাদের মাথায় রেখে ভারসাম্য রক্ষা করে ও গৃহে নিয়ে যায়। প্রায়ই তারা যে পানি বহন করে তা ময়লা ও দুষিত হয় এবং তা রোগ জীবাণু ছড়ানোর কারণ হয়। তাই আমরা আমাদের সর্বাধিক সাধ্য দ্বারা স্থানীয় লোকদের মাঝে অপরিহার্য পরিষ্কার পানির সেবা প্রদান করে আসছি এবং এতে করে তাদের মুখে যে সুখ ও আনন্দ ফুটে উঠেছে তা দেখার মতন। যে সেবাই অথবা সাহায্যই আমরা দেই তা কোন প্রকারের বৈষম্য ছাড়া এবং মানবজাতির সেবার উদ্দেশ্যে, যা কিনা আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের একটি অপরিহার্য অংশ"।

কুরআনের সৌহার্দ্যপূর্ণ শিক্ষার বিশ্লেষণ করে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ ‘পবিত্র কুরআন’ এর শিক্ষা অনুসরণ করে চলে। যেভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দর্শনে নিজের অধিকার আদায়ে জোর দেয়, তার বিপরীতে পবিত্র কুর’আনের শিক্ষা কারো নিজের অধিকারের উর্ধ্বে অন্যের অধিকার পূরণের বিষয়কে অগ্রাধিকার দেয়। তাই আমরা অন্যের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করি এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এটাই সমাজে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির উপায়; আর অন্যের সেবা করা আমাদের মসজিদগুলোর মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহের অন্যতম।”

বক্তৃতা শেষে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) মুবারক মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

হুযূর (আই.) এর সম্মানিত স্ত্রী হযরত আমতুল সবুহ বেগমও প্রস্তর স্থাপন করেন এবং এরপর কিছু সংখ্যক কেন্দ্রীয়, জাতীয় ও স্থানীয় আহমদী মুসলিম কর্মকর্তারা প্রস্তর স্থাপন করেন।

হুযূর (আই.) এর নেতৃত্বে দোয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।